20219 - নামাযে ইমামতি করার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি কে?

প্রশ্ন

নামাযের ইমামতি করার সবচেয়ে উপযুক্ত কে? উত্তরে কুরআন-হাদীসের দলীল থাকলে খুবই ভালো হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: যিকির করার সময় কি 'ইল্লাল্লাহ' যিকির করা যাবে? এই যিকিরের অর্থ কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ইমামতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন— যিনি নামাযের বিধি-বিধান জানেন এবং যার কুরআন মুখস্থ আছে। আবু মাসউদ আল-আনসারী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে শ্রেষ্ঠ সে কওমের (সম্প্রদায়ের) ইমামতি করবে। যদি সবাই কুরআন পাঠে সমপর্যায়ের হয় তাহলে যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সে ইমামতি করবে।"[হাদীসটি মুসলিম (১৫৩০) বর্ণনা করেছেন]

'কুরআন পাঠে শ্রেষ্ঠ' বলতে সুন্দরভাবে পাঠ করা ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআনের হাফেয উদ্দেশ্য। এর পক্ষে প্রমাণ হল আমর ইবনে সালামার হাদীস। তিনি বলেন: "... আমি সে বাণী (অর্থাৎ কুরআন) মুখস্থ করতাম যেন সেটি আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকত। ... যখন মক্কা বিজয়াভিযান সংঘটিত হল তখন সব গোত্র তাড়াহুড়ো করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আমার বাবা আমাদের গোত্রের আগেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর এসে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি সত্য নবীর কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায এবং অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায পড়বে। যখন নামাযের সময় হবে তোমাদের একজন আযান দিবে, আর তোমাদের মাঝে যে কুরআন বেশি জানে সে নামাযে ইমামতি করবে। সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজল। কিন্তু আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানা একজনকেও পাওয়া গেল না। কারণ আমি মুসাফির লোকদের থেকে কুরআন শিখিতাম। কাজেই সবাই আমাকে তাদের সামনে এগিয়ে দিল। তখন আমি ছয় বা সাত বছরের বালক।"[বুখারী: (৪০৫১)]

আমরা বলেছি: নামাযের বিধি-বিধান অবশ্যই তার জানা থাকতে হবে; যেহেতু নামাযে আকস্মিক কিছু ঘটতে পারে; যেমন— তার ওযু ভঙ্গে যাওয়া বা রাকাত কমতি হওয়া। তখন সে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারবে না। ফলে নিজে ভুল করবে এবং অন্যদের

নামাযে ঘাটতি করাবে কংিবা নামাযকে বাতলি করাবে।

পূর্বোক্ত হাদীসটা দয়িে কছিু আলমে দলীল দয়িছেনে যে অধকি ফকিহী জ্ঞানধারী ব্যক্তি প্রাধান্য পাবনে।

নববী বলনে:

মালকে, শাফয়েী ও এই দুজনরে অনুসারীরা বলনে: অধকি ফকিহী জ্ঞানধারী ব্যক্তি কুরআন পাঠে শ্রষ্ঠে ব্যক্তরি উপর প্রাধান্য পাবে। কারণ যতটুকু পাঠ করা তার প্রয়োজন হবে সটো নর্িধারতি। কন্িতু কতটুকু ফকিহী জ্ঞান প্রয়োজন হবে সটো অনর্িধারতি। নামাযে এমন অবস্থা তরৈ হিতে পারে যখোনে কবেল ফকিহী জ্ঞানে পরপিূর্ণ ব্যক্তইি সঠকি বষিয়টা রক্ষা করতে পারবে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আবু বকর রাদয়িাল্লাহু আনহুকে অন্যদরে উপর প্রাধান্য দয়িছেলিনে। যদওি তনিি কুরআন পাঠে শ্রষ্ঠে হসিবেে অন্যদরে কথা উল্লখে করছেলিনে।

এ মতাবলম্বীগণ পূর্বোক্ত হাদীসরে জবাবে বলছেনে যে সাহাবীদরে মাঝে যারা পড়ার দকি থকেে এগয়িে ছলি তারা ফকিহী জ্ঞানওে সবচয়েে বজি্ঞ ছলিনে।

কন্িতু "যদি সবাই কুরআন পাঠে সমপর্যায়রে হয় তাহলে যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে অধকি জ্ঞানী সে ইমামতি করবে" এই কথা প্রমাণ করে যে, পাঠে অগ্রসর ব্যক্তি নঃিশর্তভাবে প্রাধান্য পাবে।[শরহু মুসলমি (৫/১৭৭)]

নববী যদওি হাদীস দয়িে দলীল দওেয়ার ক্ষত্রেে স্বীয় (মাযহাবরে) ইমাম শাফয়েীর বপিরীতে গয়িছেনে কন্িতু তাদরে কথা ববিচেনা করার মত ছলি। কারণ সাহাবীদরে মাঝে এমন কউে ছলি না যে ভালো কুরআন পড়তে পারে কন্িতু শরয়ী বধিি-বধিানরে ব্যাপারে একবোরে অজ্ঞ; যে অবস্থাটি বর্তমান যামানায় আমাদরে অনকেরে মাঝে বদ্যিমান।

ইবনে কুদামা বলনে: "যদি এমন হয় যে, দুই ব্যক্তরি মধ্যে একজন নামাযরে বধিি-বধিানে বজি্ঞ হয়, অন্যজন নামায ছাড়া অন্যান্য বধিি-বধিানে বজি্ঞ হয়; তাহলে নামাযরে বধিি-বধিানে বজি্ঞ ব্যক্তি প্রাধান্য পাবে।"[আল-মুগনী (২/১৯)]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি মত: "...এটা জানার পর বলতে হবে: অজ্ঞ ব্যক্তরি ইমামতি কবেল তার মত ব্যক্তরি ক্ষত্রেইে শুদ্ধ হবে; যদি ইমামতি করার উপযুক্ত অন্য কউে না থাকে।"[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিা: (১/২৬৪)]।

দুই:

আমরা প্রশ্নরে মর্মার্থ বুঝতে পারনি। শুধু 'ইল্লাল্লাহ' তো কোনো যকিরি নয়। এভাবে বচ্ছিন্নিভাবে শরীয়তরে কোনো যকিরিে এটা আসনে। বরং অন্য কথার সাথে এসছে। যমেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

বা অন্যান্য আরো অনকে যকিরিরে সাথে এটা এসছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।